১৬১ জামায়াত নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন

এফএনএস ডেস্ক : গতকাল বুধবার জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলামসহ ১শ' ৬১ জামায়াত নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে পল্টন থানায় দ্রুত বিচার আইনের মামলায় চার্জ গঠন করেছেন আদালত। ঢাকার ৬ নম্বর দ্রুত বিচার আদালতের হাকিম আসাদুজ্জামান নুর শুনানি শেষে বিকাল সোয়া ৫ টায় এ চার্জ গঠন করেন। আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) ২০০২ এর ৪/৫ ধারায় আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়। মামলার সাক্ষ্য গ্রহনের জন্য আগামি ৬ ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য্য করা হয়েছে।

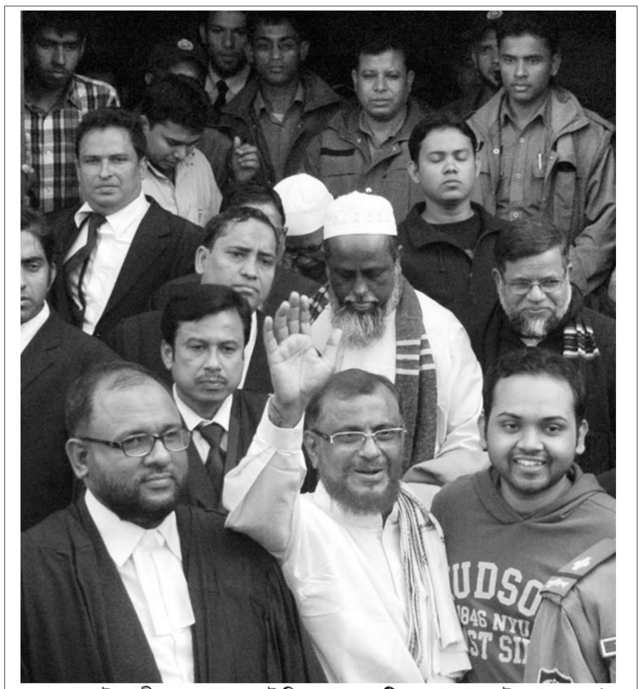

জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলামসহ ১শ' ৬১ জামায়াত নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে পল্টন থানার দ্রুত বিচার আইনের মামলায় চার্জ গঠন করেছেন আদালত। বুধবার ঢাকার ৬ নম্বর মহানগর হাকিম এর আদালতে জামায়াত নেতাকর্মীদের হাজিরা করা হয়। -এফএনএস

গত বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলাম, জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমির মকবুল আহমেদ, প্রচার সম্পাদক তাসনীম আলম, কর্মপরিষদ সদস্য ইজ্জত উল্লাহ আজহারুলের ছেলে আলীম আজহারসহ ১শ' ৬১ জামায়াত নেতাকর্মীর সবাইকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পল্টন থানা পুলিশের উপপরিদর্শক রফিকুল ইসলাম।

১শ'৬১ আসামির মধ্যে ১শ'৪৯ জনকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। ছয়জন পলাতক এবং ছয়জন জামিনে আছেন।

পলাতক আসামিরা হলেন- জামায়াতের মহানগর আমির রফিকুল ইসলাম খান, জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমির মকবুল আহমেদ, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মজিবুর রহমান, ডা. শফিকুর রহমান, ছাত্র শিবিরের সভাপতি ডা. ফখরুদ্দিন মানিক ও সেক্রেটারি দেলোয়ার হোসেন সাঈদী।

৪৯ আসামির বিরুদ্ধে মামলায় বর্ণিত অপরাধ প্রমাণিত হলেও তাদের নাম ঠিকানা সঠিক না পাওয়া ও আসামিরা পলাতক থাকায় তাদের মামলার দায় হতে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা। তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে বিচারক তাদের অব্যাহতি দেন।

চার্জগঠন কেন সঠিক হয়নি এমন প্রশ্নের জবাবে জামায়াতের আইনজীবী কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক সব আসামির একই সঙ্গে চার্জ গঠন করে একই সঙ্গে বিচার করা হচ্ছে। অথচ আইনের বিধান হল- অপ্রাপ্ত ও প্রাপ্তবয়স্ক আসামিদের আলাদা আলাদা চার্জ গঠন করে আলাদা আলাদা বিচার করতে হবে।'

মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের নামে 'প্রহসনের' বিচার বন্ধ ও জামায়াতের ৫ শীর্ষ নেতার মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালনকালে গত ১৯ সেপ্টেম্বর রাজধানীর কাকরাইল, পল্টন, মৎস ভবন, আরামবাগ ও দৈনিক বাংলার মোড় সংলগ্ন এলাকায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় এ দুটি মামলা দায়ের করা হয়।

রমনা থানার অপর একটি দ্রুত বিচার আইনের মামলায় জামায়াত নেতা এটিএম আজহারসহ ১শ' ২১ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহন পিছিয়েছে।

মামলার বাদী সালাউদ্দিন করিম আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসলেও চার্জগঠন আইনানুগ হয় নি দাবি করে আসামি পক্ষ। উচ্চ আদালতে রিভিশন করা হবে জানিয়ে জানান আসামি পক্ষ সময়ের আবেদন করলে বিচারক সাক্ষ্য গ্রহন মুলতবি করেন। এ মামলায়ও পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য্য করা হয়েছে।

গণ-মিছিলে নেতৃত্ব দেবেন খালেদা

এফএনএস ডেস্ক চারদলীয় জোট ও সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্যোগে আয়োজিত আগামী ২৯ জানুয়ারির গণ-মিছিলে নেতৃত্ব দেবেন বিরোধী দলের নেতা ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। শান্তিপূর্ণ এ গণ-মিছিলে বাধা দিলে আরও কঠোর কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামবে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট ও সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো।

গণ-মিছিল সফল করার লক্ষ্যে গত বুধবার সন্ধ্যায় নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত চারদলীয় জোট ও সমমনা দলগুলোর প্রস্তুতি সভা শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

দুপুর ২টায় নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে এ গণ-মিছিল শুরু হবে। তবে গণ-মিছিলের রুট এখনো নির্ধারণ হয়নি জানিয়ে তিনি বলেন, এরই মধ্যে গণমিছিলের কথা জানিয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্রসচিব ও পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। চিঠির জবাব এখনো পাওয়া যায়নি।

তিনি বলেন, 'সারাদেশে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা, ব্যাংকে টাকার হাহাকার, মূল্যস্ফীতি লাগামহীন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য'র সীমাহীন উর্ধ্বগতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, আইন-শৃঙ্খলার নিষ্ঠুর প্রয়োগে নাগরিক স্বাধীনতা কণ্ঠরোধ, বিদ্যুৎ-গ্যাসসহ সকল প্রকার জ্বালানি তেলের দফায় দফায় মূল্যবৃদ্ধি, বিচার বিভাগসহ সকল সরকারি বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান দলীয়করণ, বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সরকারের ব্যর্থতা, যুব সমাজে ভয়াবহ বেকারত্ব, পুঁজিবাজার থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা লুণ্ঠন, বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন, গুপ্ত হত্যা-গুম-খুন, নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে তিস্তাসহ সকল অভিন্ন আন্তর্জাতিক নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে ব্যর্থতা, শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রলীগের তাণ্ডব, টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ ও সীমান্তে মানুষ হত্যায় সরকারের নির্লিপ্ততা, সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতন ও গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের অপচেষ্টার প্রতিবাদ এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ২৯ জানুয়ারির গণ-মিছিল ডাকা হয়েছে।'

গণমিছিল থেকে জনগণের সমস্যার কথা তুলে ধরা হবে জানিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব বলেন, 'আমরা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে এ গণমিছিল করতে চাই। আশা করব সরকার আমাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি করবে না। বাধা দিলে আরও কঠোর কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামব আমরা।'

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন- মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক সাদেক হোসেন খোকা, বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী, সদস্য সচিব আব্দুস সালাম, জামায়াতের সেক্রেটারি নুরুল ইসলাম বুলবুল, ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব আব্দুল লতিফ নেজামী, এলডিপির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শাহদাত হোসেন সেলিম। সমমনাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান, বাংলাদেশ ন্যাপের চেয়ারম্যান জেবেল রহমান গাণি, এনডিপি চেয়ারম্যান গোলাম মোর্ত্তজা, এনপিপি সভাপতি শেখ শওকত হোসেন নীলু, মুসলিম লীগের সভাপতি মো. কামরুজ্জামান, ইসলামিক পার্টির চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুল মবিন, ন্যাপ ভাসানীর চেয়ারম্যান শেখ আনোয়ারুল হক, লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, প্রমুখ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজনীতিবিদ নয়

এফএনএস ডেস্ক: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি-বাণিজ্য বন্ধে আইন করে পরিচালনা পর্ষদে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের না রাখার দাবি রাজধানীতে এক সংলাপে উঠে এসেছে।

একই সঙ্গে যারা ভর্তি-বাণিজ্য করছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া এবং শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোরও পরামর্শ দিয়েছেন সংলাপে অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা।

গতকাল বুধবার আগারগাঁওয়ে এলজিইডি মিলনায়তনে 'ভর্তি বাণিজ্য: জনতার সংলাপ' শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকদের পাশাপাশি ছিলেন সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান, আইন সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান সুলতানা কামাল, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী ও হোসেন জিল্লুর রহমান প্রমুখ।

গণসাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত এ সংলাপে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ অভিভাবক ও শিক্ষকদের বিভিন্ন অভিযোগ শুনে তা সমাধানের আশ্বাস দেন।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান বলেন, পৃথিবীর কোথাও নজির নেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্বে থাকেন সংসদ সদস্যরা।

বাংলা, ইংরেজি ও মাদ্রাসা মাধ্যমের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বৈষম্য কমাতে সংশ্লিষ্টদের তাগিদ দেন তিনি।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ভর্তি-বাণিজ্যের সঙ্গে রাজনৈতিক-অর্থনীতি যুক্ত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতিবিদরা যেন জড়িত থাকতে না পারে, তা আইনের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।

রাজধানীর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৫ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য ৮ কোটি টাকার ভর্তি ফরম বিক্রি করার তথ্য তুলে ধরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সুলতানা কামাল বলেন, অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মতো স্কুল প্রতিষ্ঠাও ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে আর ভর্তি-বাণিজ্য করতে না পারে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কাজী খলিকুজ্জমান আহমেদ বলেন, নানা ছলছুতোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হলে শিক্ষাখাতের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে করেন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির এই কো-চেয়ারম্যান।

সংলাপে উপস্থিত বেশিরভাগ শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষাবিদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি-বাণিজ্যের কঠোর সমালোচনা করেন। অতিরিক্ত ভর্তি ফি এবং বেতনের বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন শিক্ষার্থীরা।

ভর্তির সময় অতিরিক্ত টাকা নেওয়া ছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়ন ফি, প্রশংসাপত্র বিতরণ, সেশন ফিসহ বিভিন্ন 'খাত' দেখিয়ে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তারা।

মিরপুরের মণিপুর স্কুলে উন্নয়নের নামে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন এই প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন শিক্ষার্থীর অভিভাবক।

এসব অভিযোগ শুনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যারা ভর্তির সময় অতিরিক্ত অর্থ নিয়েছে, অবশ্যই তা ফেরত দিতে হবে অথবা বেতনের সঙ্গে তা সমন্বয় করতে হবে।

ফাতেহা ম্যারেজ ব্যুরো

পাত্র/পাত্রীর সন্ধান

বয়স ৩২ সলিসিটর বৃটিশ পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক
বয়স ২৯ বিজনেসম্যান বৃটিশ পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক
বয়স ২৬ স্টুডেন্ট (বাংলাদেশী) পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক
বয়স ৩৪ পুলিশ অফিসার পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক
বয়স ২৯ মৌলানা মুফতি পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক
বয়স ৩১ ডাক্তার পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক
বয়স ২৭ টিচার বৃটিশ পাত্রীর জন্য
ইসলামি প্রেকটিস পাত্র আবশ্যক
বয়স ২৬ একাউন্টেন্ট পাত্রীর জন্য পাত্র আবশ্যক
বয়স ৩১ গ্রেজুয়েট পাত্রীর জন্য পাত্র আবশ্যক

আরোও বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত পাত্র পাত্রীর সন্ধান আমাদের কাছে রয়েছে। তাই আর দেরী না করে আজই যোগাযোগ করুন।
গোপনীয়তা ১০০% রক্ষা করা হবে

FATEHA MARRIAGE BUREAU
162-164 Commercial Road (Suite-1) | London E1 2JY
Call: 020 7791 5777
mob: 07944 291 110 e-mail: alfaruque.goni@btconnect.com